শুরুর কথা

রান্নার বই লিখব একথা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে এ বই না লিখে আমার উপায় নেই। লেখার পরে ভাবতে বসেছি, এটা কি রান্নার বই, না বিজ্ঞানের? বিদেশে সোলার কুকার বিষয়ে অসংখ্য বই আছে যার বিক্রি নেহাৎ খারাপ নয়। সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় আজও সে অভাব মেটেনি। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এই ধরনের বই দুর্লভ। আমি বলব নেই। যে কোনো ভারতীয় ভাষাতেই এই মাত্রার বই এই প্রথম। অথচ আমাদের দেশে সোলার কুকার ব্যাপকভাবে চালু করতে এর বড় দরকার ছিল। একজন ব্যবহারকারী হিসেবে এমন মনে হয়েছে বলেই এ বই লিখলাম।

সোলার কুকার কোম্পানিগুলি এ বিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা বাজারে ছেড়েছে সে সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। সে সব নির্দেশিকা যথেষ্ট নয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এম. এস. বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিকল্প শক্তি মন্ত্রকের' যৌথ প্রচেষ্টায় বিনামূল্যে বিলি করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য, মূল্যবান পুস্তিকা — Solar Cooking for Healthy Living, লিখেছেন অধ্যাপিকা র‍্যাচেল জর্জ (Rachel George)। নতুন দিল্লির 'এনার্জি এনভায়রনমেন্ট গ্রুপ'-ও একটি বই বার করেছে, নাম : Technology Handbook : Mud Solar Cooker। আমার মনে হয় এই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকার লেখক-লেখিকারা কেউই নিয়মিত সোলার কুকারে রান্না করে খান না। ফলে সোলার কুকারের উপকারিতা, পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এবং তার রন্ধনক্ষমতার বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ তাঁদের লেখায় যতোটা গুরুত্ব পেয়েছে, রান্নার দিকটা ততোটাই অবহেলিত থেকে গেছে।

কিন্তু সোলার কুকারে রুচিসম্মত রান্না করা সম্ভব, এ বিষয়ে যতক্ষণ না মানুষ কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হচ্ছে, ততক্ষণ সে এ জিনিস ব্যবহার করবে কেন?

মমতা দত্তের 'সৌর রান্না' বইটির কথাও এখানে আসবে। এই গ্রন্থে সোলার কুকারের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতাকে আমি খাটো করি না। যন্ত্রটিকে জনপ্রিয় করে তোলবার ক্ষেত্রে এ বইয়ের গুরুত্ব আছে। কিন্তু উনুনের রান্নাগুলোকেই কিভাবে সোলার কুকারে রেঁধে ফেলা যায়, এটাই ছিল তাঁর চর্চার বিষয়। তিনি তাঁর রান্নায় ফোড়ন দিয়েছেন উনুন ব্যবহার করে। রান্না আগে উনুনে কষে নিয়ে তারপর তা সোলার কুকারে চাপিয়েছেন। কখনো পরেও এ কাজ করেছেন তিনি। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই উনুনের রসায়ন সম্পূর্ণ হবার পর তিনি সেই রান্না সেদ্ধ করবার কাজে সোলার কুকার ব্যবহার করেছেন মাত্র। আমার গবেষণার বিষয় ছিল ভিন্ন। তাঁর রান্নায় উনুনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সোলার কুকার, এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সোলার কুকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে উনুন। আমি চেয়েছি সোলার কুকারকে নিজস্ব একটা জমিতে প্রতিষ্ঠিত

করতে। প্রমাণ করতে চেয়েছি রান্না-বান্নার ক্ষেত্রে সোলার কুকার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র যা অগ্নিনিরালম্ব। তাই আমাকে ভিন্ন রসায়নের একটি বিকল্প রন্ধনপদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়েছে যা উনুনের রান্নার রসায়নের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটাই আমার গবেষণা। সে অর্থে এ বইকে রান্নার বই না বলে বিজ্ঞানের বই বলাই সঙ্গত। আমাকে বিজ্ঞানী বলে মেনে নিতে হয়তো অনেকের কষ্ট হবে। তা হোক। তবু বলব, এ বইয়ের প্রতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাকে একজন বিজ্ঞানীর ভূমিকাই পালন করতে হয়েছে। বিজ্ঞানের জগতে আমার এ কাজের গুরুত্ব কম নয়।

রান্নাঘরের মতো এতো প্রয়োজনীয় রসায়নাগার আর নেই। উত্তাপ পদার্থবিদ্যার বিষয়। আবার রান্না হয়ে যাবার পর কাঁচা মালপত্র যখন সুস্বাদু হয়ে উঠে আমাদের রসনাকে তৃপ্তি দেয় তখন তার একটা নান্দনিক মূল্য আছে। রান্না হয়ে ওঠে শিল্প। বিজ্ঞানের সহায়তায় আমি যদি এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকতে পারি তাহলে আমার গবেষণা সফল। রন্ধন কর্মের একটা বিকল্প পদ্ধতিকে আমি দাঁড় করাতে চাই। এর বেশি কিছু নয়। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অথবা পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করতে সোলার কুকারের ভূমিকা কি, সে বিষয়টি আমার কাছে গৌণ। এ নিয়ে আপনারা ভাবুন।

যদি এমন কোনো রাজ্যে আমাকে নির্বাসন দেওয়া হয় যেখানে প্রতিদিন সূর্য ওঠে কিন্তু আগুন জ্বালানো নিষেধ, যেতে রাজি আছি। সঙ্গে একটা সোলার কুকার থাকলেই চলবে। ভালোমন্দ রান্না করে খেতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

এবার একটু অন্য কথায় আসি। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে এ. সি. কলেজ অব্ কমার্সে অধ্যাপনাসূত্রে আমাকে পাকাপাকিভাবে জলপাইগুড়ি শহরে চলে যেতে হয়। এই সময়ে কোনো এক বিজ্ঞান সাময়িকীতে একটা ছোট্ট প্রবন্ধ পাঠ করে সোলার কুকার সম্পর্কে আমার প্রথম আগ্রহ জাগে। এই সময়েই কোনো এক পত্রিকার হয়ে বাংলা দলের সঙ্গে আমি ত্রিপুরা যাবার সুযোগ পাই, ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে। আমার সঙ্গে আলাপ হয় ত্রিপুরা সরকারের 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের' তৎকালীন প্রধান ড. শান্তিপদ গণ চৌধুরীর। সৌরশক্তি বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়ে দেখান। সৌরশক্তি ব্যবহার করে গ্রামে-গ্রামে আলো জ্বালা হচ্ছে, টেলিভিশন চালানো হচ্ছে ইত্যাদি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তাঁর ব্যবহার ও কাজকর্ম আমাকে মুগ্ধ করে। নানান আলাপচারিতায় তিনি আমাকে একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে সৌরশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তখন না বুঝতে পারলেও এই মুহূর্তে উপলব্ধি করছি এ বই লেখার পেছনে সেটাই ছিল আমার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। ড. গণ চৌধুরীর মতো সক্রিয় সরকারি কর্মী আমি কম দেখেছি। তবে এই ধরনের মানুষ আরও অনেক আছেন। এই বই লেখার সময়েও তিনি এবং তাঁর এক সহকর্মী, পশ্চিমবঙ্গ 'বিকল্প শক্তি ভবনের' কনসালট্যান্ট হেমেন্দ্র প্রসাদ সোম আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত

দেবানন্দ দাম সম্পাদিত 'জ্ঞান বিচিত্রা' পত্রিকায় রৌদ্রতাপে রান্না বিষয়ে দু'-একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সুজিত কুমার নাহা। সেই লেখাগুলোও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শুনেছি গবেষণাকর্মে বিজ্ঞানীদের নাকি সহযোগী থাকে। আমার এ কাজে যদি কোনো সহযোগী থেকে থাকে সে হল সৌমিত, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের প্রাণরসায়ন বিভাগের ছাত্র, সৌমিত রায়। আমিও তাকে ছাত্র হিসেবে পেতে পারতাম। তা না পেয়ে, পেয়েছি বন্ধু হিসেবে। এতে বরং ভালোই হয়েছে। আমরা অনেক খোলা-মেলা ভাবে মিশতে পেরেছি, কাজ করতে পেরেছি।

কেন জানি না এখানে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে এক নিষ্ঠাবতী মহিলার কথা। তিনি হলেন আমার কাজের মাসি, মলিনা দাস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন, কারিগরী শিক্ষা ও যুব কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহঃ সেলিম হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ বইয়ের কোনো কোনো পরিচ্ছেদ মন দিয়ে শুনেছেন। সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। সেই মতো আমি কখনো বা বক্তব্যের সজ্জাগত অদল-বদল ঘটিয়েছি।

এর অনেক লেখা আমি প্রথম শুনিয়েছি আমার সহকর্মী সোমনাথ আর বিমলকে। বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজের গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের অভিজ্ঞ অধ্যাপক সোমনাথ চক্রবর্তী এবং বিমলানন্দ নাথের মূল্যবান মতামত এ বইকে আরও পরিণত করে তুলেছে তা অস্বীকার করব না। কলেজের অন্যান্য সহকর্মীরাও আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। এর আগেও আমি বহু বই লিখেছি। এটা আমার দশ নম্বর বই। এই প্রথম আমার বাবা, গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আমার কোনো বই সম্পর্কে এতোটা আগ্রহ দেখালেন। রন্ধনকার্যে তিনি রীতিমতো পটু। তাঁর মূল্যবান উপদেশ এ বইকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

শ্রদ্ধেয় কবি নিজন দে চৌধুরী আমার কবিতার ভক্ত। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি সোলার কুকারের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। এ আমার কাছে বড়ো পাওনা।

কোনো এক সময়ে আমি হঠাৎ একটা সোলার কুকার কিনে বসি। মাঝে মাঝে তাতে রান্না করা হতো। বাড়ির লোকেরা করতো। আমার কাজ তেমন এগোচ্ছিল না। বিশ্বাস করুন, এতো রান্না আমি কখনো জানতাম না। রোজ রান্না করে খাবো, এর চেয়ে কষ্টের চিন্তা আমার কাছে ছিল না। তার চেয়েও কঠিন হলো বাসন মাজা।

কথায় বলে চাপ না পড়লে লোকে বাপ বলে না। অবস্থার চাপে গত সাত-আট বছর নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হচ্ছে। যতো ভালো হোটেলেই যাই না কেন কিছুদিন খেলেই শরীর বিদ্রোহ করে। এই রকম একটা অবস্থায় হঠাৎ কেনা শখের সোলার কুকারটাই আমার ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র সহায় হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত বিপর্যয়ই আমাকে সোলার কুকারে রান্নার পথে টেনে এনেছে এ আপ্তবাক্য স্বীকার করতে লজ্জা পাই

না। এতে রান্না চাপিয়ে সাহিত্যচর্চা করা যায়, ব্যাঙ্কে ঘুরে আসা যায়, আড্ডা মারা যায়। সবচেয়ে বড় কথা বাসন মাজার ঝামেলা এখানে অনেক কম। বিপর্যয় যে আশীর্বাদকে ডেকে আনতে পারে এমন ঘটনা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে। আবার ঘটল। তাই বিপর্যয়েরও যদি কোনো দেবতা থাকে এ বইয়ের জন্যে আমি তাঁর কাছেই সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।

নিজে খাওয়া দাওয়া করা এক কথা; বই লেখবার সময়ে এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ মানুষের অভাব বোধ করেছি। সে অভাব হাসিমুখে মিটিয়েছেন একজন পাকা গৃহিণী, শ্রীমতী চিত্রা রায়। এ বইয়ের সমস্ত রান্নাই করা হয়েছে তাঁর অভিভাবকত্বে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কোনো রান্না যদি খেতে খারাপ লাগে, সে দায় আমাদের দুজনের।

আমার মা, দিদিমা, দুই মাসি, বড় মাইমা এবং আমার মাতৃসমা অন্নপূর্ণা রায় — এঁদের রান্না আমার বড় প্রিয়। রান্নার ভুবনে এঁরাই আমার আদর্শস্থানীয়া। আমার প্রিয় সোলার কুকারে আমি তাঁদের রান্নার স্বাদটাকেই ধরবার চেষ্টা করেছি। মেজমাসি আজ নেই। মা গত বছর চলে গেছেন। আমার ভ্রাতৃবধূ সুপর্ণা মায়ের একটি গুণ পেয়েছে। সে একবার ছুঁয়ে দিলেই যে কোনো রান্না অমৃত হয়ে ওঠে। রান্না করতে গিয়ে কোনো রকম খটকা লাগলেই আমি তাকে ফোন করেছি। সে আমার সমস্যার সমাধান করেছে।

বই লেখবার ক্ষেত্রে আমি আরও যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন শিখরিণী মজুমদার, অ্যাডভোকেট ঝরণা ব্যানার্জী, আমার প্রতিবেশী শুভেন্দু শেখর গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সিংহ রায়, শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মশ্রী মুখোপাধ্যায়, মালা চট্টোপাধ্যায় এবং শান্তা চট্টোপাধ্যায়।

আমি এক সময়ে আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। তখন দেখেছি ড. অমিত চক্রবর্তী, ড. সুভাষ সান্যাল, কৃষ্ণা ঘোষাল এবং আরও অনেকে বিজ্ঞানকে ভালোবেসে কী অসাধারণ দক্ষতায় বেতারের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করে চলেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র বিজ্ঞান বিভাগের সূত্রেই আমি পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী এবং লেখক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার সঙ্গে। অমিতদা যে এ বইয়ের ব্যাপারে আমাকে কতো উৎসাহ দিয়েছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। সুভাষদাও দিয়েছেন। ভারতবিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী এবারও আমার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন। এঁদের মতো বিজ্ঞানে উৎসর্গীকৃত মানুষ আরও অনেক আছেন, আমি যাঁদের কাছে বিজ্ঞানকে ভালোবাসতে শিখেছি। বিজ্ঞানের কোনো কাজ করতে গেলে আমার এঁদের কথা সবার আগে মনে পড়ে যায়।

ইন্দ্রজিৎ বসুর কথাও বলতে হবে। তিনি বিজ্ঞানের পূজারী। আমার গবেষণাকর্মে মুগ্ধ হয়ে এমন সুন্দর একটা ছাতওয়ালা ঘর তিনি আমাকে দিয়েছেন বলেই আমি আজও কাজ চালিয়ে যেতে পারছি।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, বর্তমানে American Information Resource Center- এর গ্রন্থাগারিক, পুলক রঞ্জন পট্টনায়কের সহযোগিতার কথাও এখানে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ করতে হবে বাল্যবন্ধু অমিত চক্রবর্তীর কথা। প্রুফ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক বন্ধু অধ্যাপিকা শুক্লা বসু।

'চতুর্থ দুনিয়া' তাদের ব্যানারে আমাকে এ বই বার করতে দিয়েছে, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল।

আমাদের ক্লাব NOVA-র (Nature Oriented Venturous Association) সদস্যরাও আমাকে উৎসাহিত করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমরা কোনো কর্মশালার আয়োজন করতে পারি। আমার ধারণা ক্লাবের 'নেচার স্টাডি ক্যাম্পে' স্কুলের ছেলে-মেয়েদের 'নিজের রান্না নিজে করো' কর্মসূচিতে সোলার কুকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিদেশে শিশুদের নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেক হচ্ছে। আমাদের এখানেও হওয়া দরকার।

বই যখন লেখা চলছে, হঠাৎ আমার বোন সপরিবারে চেন্নাই থেকে আমার এখানে এসেছিল। ভগ্নীপতি প্রভাত ঘোষাল বিজ্ঞানের মানুষ। সে আমার বই পড়ে এবং সোলার কুকারের রান্না খেয়ে রীতিমতো মুগ্ধ। অথচ সোলার কুকার আজও কুটির শিল্পের পর্যায়ে রয়ে গেছে। একে একে উঠে যাচ্ছে কোম্পানিগুলি, কী হাতুড়ে পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে এমন প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র, যে মডেল দেখলে শ্রদ্ধা আসতে চায় না। আমরা এর মডেলের কিছু বদবদল চাই। তা খুব সহজেই সম্ভব। সরকার ও সোলার কুকার কোম্পানিগুলিকে আমরা কিছু পরামর্শ দিতে চাই। তাঁরা যদি সেই অনুসারে এই যন্ত্রের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটান তাহলে সোলার কুকার আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, এমন কি কলকাতার মতো ব্যস্ত মানুষের শহরেও। এ যন্ত্র না চলবার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

সবশেষে বলতে হবে আমেরিকার প্রখ্যাত সৌরশক্তি বিশেষজ্ঞা বারবারা প্রোসের কেরের (Barbara Prosser Kerr) কথা। তিনি প্রথম আমেরিকায় সোলার কুকারে রান্নার প্রচলন করেন। একটা চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছেন : May blessings flow on all your good works — আমি অভিভূত। বইটি লেখবার ব্যাপারে তিনি আমাকে সরাসরি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষের নিয়ত সহযোগিতা ও পরামর্শকে আমি আমার জীবনের একটা বড় আশীর্বাদ বলে মনে করি।